বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩

স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি

...য়

...ন্ত্রণালয়

❑ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি...

দুর্যোগ সহনীয় একটি মানবিক শহর গড়ার প্রত্যয়ে

মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা, বিপিএএ

মানুষ সামাজিক জীব। [illegible] হতে বেঁচে থাকার তাগিদে এবং আত্মরক্ষার্থে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে বেড়িয়েছে মানুষ। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষ একত্রিত হয়ে বসতি স্থাপন শুরু করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে বসতি স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সময়ের আবর্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে গ্রামীণ এবং নগর বসতি। অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও প্রাচীন এবং নগর বসতির ধারা বিদ্যমান। পরিবেশের সাথে মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ হলো বসতি স্থাপন। মানুষ প্রকৃতির পরিবেশের অনুকূল [illegible] এবং প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে বসতি গড়ে তোলে। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনেই বসতি সৃষ্টি।

মানব বসতির ইতিহাস: বাংলায় মানব বসতির ইতিহাস অতি প্রাচীন। বাংলায় মানব বসতি ক্রমবিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ভূমির উচ্চতর বিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর অন্যতম কারণ ছিলো সমগ্র প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাংলার অধিকাংশ [illegible] জঙ্গল ও জলাভূমিতে আচ্ছাদিত। এমনকি ঐতিহাসিক সময়কালে অধিকাংশ অঞ্চল ছিল মানুষের বিচরণের জন্য অনুপযুক্ত। পরবর্তীতে মুক্ত সময়কালেও গাঙ্গেয় সমভূমির বেশিরভাগ এলাকা ছিল বন জঙ্গলে পূর্ণ এবং [illegible] ভূমির মধ্য দিয়ে মানুষের অনুপ্রবেশ অত্যন্ত ধীরগতিতে সংগঠিত হয়েছিল। এভাবে বলা যায় বাংলার [illegible] পুরাতন ও উচিত ভূমিগুলিতে আদি বসতি গড়ে উঠেছিল। বসতির বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে টারশিয়ারী পর্বতসমূহ এবং [illegible] মানব বসবাস অপেক্ষাকৃত অধিকতর ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ থেকে ৪র্থ শতক পর্যন্ত সমগ্র ভারত ১৬টি মহাজনপদে বিদ্যমান ছিল। সম্রাট অশোকের শাসনামলে ও পরবর্তী হিন্দু [illegible] শাসনামলে দক্ষিণ মধ্য ও পূর্ব বাংলা নিয়ে গঠিত সমতট অঞ্চল প্রভৃতি সমৃদ্ধ বসতি হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। খ্রীঃ পরবর্তী চতুর্থ শতকের মধ্যে বাংলাদেশের সমভূমিতে অবস্থিত অধিকাংশ বনজঙ্গল পরিষ্কার করা হয় এবং পঞ্চম হতে [illegible] শতকের মধ্যে সুন্দরবন, খুলনা ও বাকেরগঞ্জের উর্বর নিম্নভূমিতে বসতি সম্প্রসারিত হয়।

তখন এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বসতি ক্রমশ ঘন হয়ে উঠে। যখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের শুরু হয় তখন বাংলার প্রায় ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ এলাকা বসতির আওতাভুক্ত ছিল এবং অবশিষ্ট এলাকা বন ও জলাভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ঔপনিবেশিক শক্তি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ আন্তঃআঞ্চলিক জনসংখ্যা স্থানান্তরে প্রভাব রেখেছিল।

আন্তর্জাতিক বসতি দিবস ও বাংলাদেশ: প্রতিবছর অক্টোবরের প্রথম সোমবার সারাবিশ্বে এই দিবসটি পালিত হয়। ১৯৮৫ সালে এই দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। বিশ্বজুড়ে সব মানুষের নিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থান নিশ্চিতের জন্য সচেতনতা বাড়াতে ১৯৮৬ সাল থেকে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩ পালিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Resilent urban economies cities as drivers of growth and recovery" অর্থাৎ 'স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি'। আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। এর সাথে মানুষের রুচি, সংস্কৃতি, আবহাওয়া, ভৌগলিক অবস্থানসহ নানা উপাদান জড়িত থাকে। আবাসন মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে মানানসই, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গ্রামকে শহর ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। নগর ও গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার প্রত্যেক গ্রামে শহরের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবেশ, মৌলিক পরিষেবা এবং নগরায়ণের স্থানিক মাত্রা মোকাবিলার মাধ্যমে আবাসনের যোগান নিশ্চিতকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আবাসন খাতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উন্নতর নগরায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

ঢাকায় পরিকল্পিত বসতি স্থাপনে রাজউকের ভূমিকা: প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নির্ভর সাম্প্রতিক গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, প্রায় ৮০০ বছর আগেই ঢাকায় নাগরিক জীবনের সূচনা ঘটেছিল এবং প্রায় ৬০০ বছর আগে সুলতানি যুগে স্বাধীন সুলতানি বাংলার একটি ইকলিম বা প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঢাকার পুরনো ইতিহাস গৌরবময়।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গোড়াপত্তন মূলত: পূর্ব যুগেও ছিল তবে শহরটি মূলত প্রসিদ্ধি লাভ করে মুঘল যুগে। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার ক্রমবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ঢাকার আধুনিক যুগের নাগরিক [illegible] শুরু হয় উনিশ শতকের শেষ ভাগে, ১৮৬৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তীতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নামে পরিচিতি লাভ করে। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগরী ঢাকা। দ্রুত নগরায়ন ও [illegible] জনসংখ্যার চাপ আবাসনের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে তুলছে। তৎকালীন ডি.আই.ডি বর্তমানে রাজউক ষাটের দশক হতে অদ্যাবধি রাজধানীতে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রম ও পেশাজীবী মানুষের আবাসন ও ব্যবসার সুবিধার্থে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এসেছে, গড়ে তুলেছে একের পর এক আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প এলাকা। রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোতে আধুনিক নগরীর অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সবার জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন যোগানে রাজউক নিম্ন ও নিম্ন-মধ্য আয়ের মানুষের জন্য এপার্টমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় রাজউক ঢাকা মহানগরীতে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ ও উন্নয়ন, জলাধার নির্মাণ, পার্ক ও খেলার মাঠসহ একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় এলাকায় জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রশমিত করে বিভিন্ন এলাকার সুষম উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মেট্রোপলিটন এলাকাকে একটি বাসযোগ্য এবং কার্যকরী নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে রাজউক কর্তৃক প্রণীত 'বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা' (ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান) (২০২২-২০৩৫) চূড়ান্ত করা হয়েছে। মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কথা বিবেচনা করে সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরের লক্ষ্যে রাজধানী শহরের জন্য সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কৌশলের সমন্বয়েই বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন এর ১১ নং লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ ও মূল্য সাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাসহ বস্তির উন্নয়ন সাধন করতে বলা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি) এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাজউক বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর [illegible] দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং টেকসই কাঠামো নিশ্চিতকল্পে ঝুঁকি-সংবেদনশীল ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং নিরাপদ নির্মাণ [illegible] এর কার্যক্রম শুরু করেছে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় স্থাপনা, পুলিশ স্টেশন, ফায়ার স্টেশন, সিটি হল এবং সরকারি ভবনের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নির্মাণমান ও দুর্যোগের ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে মূল্যায়নের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আইকনিক টাওয়ার নির্মাণ, সাশ্রয়ী আবাসন উন্নয়ন, ওয়াটার বেইজড বিনোদন পার্ক, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ উন্নয়নসহ বহুমাত্রিক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে এবং তা বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীকে একটি সুপরিকল্পিত ও পরিবেশসম্মত নগরী হিসাবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে রাজউক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্বল্প আয়ের নাগরিকদের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, যেমন-সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০- ২০২৫) সাশ্রয়ী মূল্যের নগর আবাসনকে জোর দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আবাসনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সরকার জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা ২০১৬ অনুমোদন করেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভূমি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই 'আমার গ্রাম, আমার শহর' প্রেক্ষাপটে [illegible] করা হচ্ছে। "বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) রূপকল্প ২০২১ কে বাস্তবে পরিণত করা" আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সেবার জন্য পূরণ না হওয়া চাহিদা ও নতুন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন কর্মসূচি [illegible] করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রক পরিবেশ, মৌলিক পরিষেবা এবং নগরায়ণের স্থানিক মাত্রা মোকাবিলার মাধ্যমে যোগান নিশ্চিতকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, বিশেষত স্বল্প ব্যয়ের আবাসন ও নির্মাণ সামগ্রীর শিল্পের বিকাশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আবাসন ও নগরায়ণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নগর পরিকল্পনার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ নজর দিয়ে আবাসন সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে। কৃষিজমি ও আবাসনের জন্য জমির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বড়ো শহরগুলোতে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। নিরাপদ পরিবেশ জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। সবার জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের মতো জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো স্থবির হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় শুরু করেন। তাই তিনি 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল' সামনে এনে পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল মানুষকে মূলধারায় আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র মোচনের রহস্য হলো বর্তমান সরকারের তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতিকৌশল এবং নানা ইতিবাচক উদ্যোগ। বঙ্গবন্ধুকন্যা সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে হতদরিদ্র ভিক্ষুক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষকে ভূমি ব্যবহারের আওতায় এনে অন্যান্য সামাজিক সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জলবায়ু উদ্বাস্তু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া), বেদে, ভিক্ষুক, দলিত, হরিজনসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ কর্মসূচিতে। বিশ্বে এটি প্রথম ও সর্ববৃহৎ উদ্যোগ, যাতে রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে তুলে আনার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য বান্দাবাড়ী সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে নির্মাণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিকল্পিত আবাসন ও রাজউকঃ

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১৫(ক)-এ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তায় বিধান রেখেছে। তন্মধ্যে বাসস্থান মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম। রাজউক রাজধানীবাসীর বাসস্থানের চাহিদাপূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তৎকালীন ডি.আই.ডি বর্তমানে রাজউক ষাটের দশক হতে অদ্যাবধি রাজধানীতে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রম ও পেশাজীবী মানুষের আবাসন ও ব্যবসার সুবিধার্থে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাজউক [illegible]

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘের কমিশন অন হিউম্যান সেটেলমেন্ট এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস পালন করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে দেশ ব্যাপী বিশ্ব বসতি দিবস পালন করা হচ্ছে। বর্তমানে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ শহরে বসবাস করে। ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্ব ব্যাপী শহরে জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৬১ শতাংশ এবং ২০50 সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় ৬৮ শতাংশ জনসংখ্যা শহরে বসবাস করবে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩৩ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করে যার বার্ষিক বৃদ্ধি ৬ শতাংশ। নগরায়নের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫১ সালের মধ্যে দেশের ৫৫ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করবে বলে প্রতীয়মান হয়। ঢাকা মহানগরীতে প্রতি বছর ৫ লাখের বেশি মানুষ যোগ হচ্ছে যার ফলে ২০২১ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে মোট অভিবাসীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০ লাখ।

বর্তমানে প্রান্তিক এলাকা হতে অজস্র লোক মেগা সিটিতে স্থানান্তর হচ্ছে তা রোধ করা যাচ্ছে না। কী কারণে মানুষ শহরমুখি হচ্ছে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। প্রত্যন্ত গ্রামে মানুষের সুযোগ সুবিধা যেমনঃ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, আধুনিক পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, ভালো মানের স্কুল, উন্নত মানের হাসপাতাল, আধুনিক শপিংমল এবং নগর জীবনের সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হলেও ভোগ করার আর্থিক সামর্থ্য আপামর গ্রামীণ জনসাধারণের নেই। সে কারণে, শহরের মত গ্রামের মানুষের জন্য উন্নত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামে বসবাসকারী জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উন্নত ফার্মিং, আইসিটি ও সেবা খাতের কাজের সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে গ্রামীণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা কাঙ্ক্ষিত সেবা ক্রয় করতে পারবে। এতে শহরমুখি জনতার স্রোত রোধ করা সম্ভব হবে।

স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটি দেশের টেকসই ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্ত। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে শামিল হওয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা বাংলাদেশের শহরগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি হতে পারে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত রাখতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত একটি কর্মপরিকল্পনা মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। পরিকল্পিত নগরায়ণ টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০৪১-এর আলোকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা মহানগরীর টেকসই ও পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে নিরাপদ ভবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) ২০২০ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বস্তিবাসীদের আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মিরপুরে ৫৩৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করে বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে ভাড়া ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বস্তিবাসীদের জীবন মান উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের ভূঁইগড়, গাজীপুরের দত্তপাড়া এবং কেরানীগঞ্জে বস্তিবাসী/স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তোলা হচ্ছে।

জমির অপ্রতুলতা, আর্থসামাজিক অবস্থা, জনসংখ্যার চাপ, নগরায়ণ ও শিল্পায়ন সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি শহরে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিত করা জরুরি। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন নিশ্চিত ও জীবন জীবিকার মানোন্নয়নে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে স্থিতিশীল নগরী গড়ে উঠবে-যা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশবাসীকে বিনামূল্যে কোভিড টিকা প্রদান, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে দেশবাসীর আর্থিক এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন। এছাড়া রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ যথেষ্ট প্রবৃদ্ধিসহ সামনে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শহর/মহানগরসমূহ এখনো বড় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। একই সাথে ক্রমবর্ধমান উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য "Resilient urban economies. Cities as drivers of growth and recovery" বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কাজী ওয়াছি উদ্দিন

বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০২২-২০৩৫):

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার প্রায় ১৫২৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে একটি আধুনিক, দৃষ্টিনন্দন ও বসবাসযোগ্য মহানগরী হিসেবে গড়ে তুলতে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫) প্রণীত যা বিগত ২২ আগস্ট ২০২২ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উচ্চতর পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশলপত্র যেমন সপ্তম এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় এলাকার জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ কমাতে বিভিন্ন এলাকায় সুষম উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মেট্রোপলিটন এলাকাকে একটি বসবাসযোগ্য এবং কার্যকরী নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে এলাকা ভিত্তিক জনঘনত্ব জোনিং প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

- **ঢাকা কেন্দ্রীয় এলাকার (উত্তর ও দক্ষিণ সিটি) জন্য প্রতি একরে ২০০ জন, পুরানো ঢাকার জন্যে প্রতি একরে ২৫০ জন**
- **ঢাকার বাইরে গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, পূর্বাচল, ঝিলমিল ইত্যাদি নগর এলাকার জন্য প্রতি একরে ১৮০ জন, অন্যান্য নগর এলাকার জন্য প্রতি একরে ১৫০ জন (কৃষি এলাকা ব্যতীত)**

আবাসন চাহিদা পূরণে প্লটভিত্তিক উন্নয়নের পরিবর্তে ব্লকভিত্তিক উন্নয়ন পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে। যেহেতু নগর এলাকায় জায়গার স্বল্পতা আছে, তাই অপেক্ষাকৃত কম জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অতীব জরুরি। ব্লকভিত্তিক আবাসন পদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পর্যাপ্ত উন্মুক্ত স্থান রেখে এবং অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট প্লট একত্রীকরণে বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট ইমারত নির্মাণে উৎসাহিত করা, যাতে যত্রতত্র নগরাঞ্চল সম্প্রসারণ কমিয়ে আনা এবং শহরের নিচু জমি ও কৃষিজমির সুরক্ষা হয়।

বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্তের আবাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কারণ, ঢাকার মোট জনসংখ্যার বিরাট অংশ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০২২-২০৩৫ এর গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনাসমূহ:

- **নিয়ন্ত্রিত মিশ্র ভূমি ব্যবহার**
- **যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, ট্রানজিট ভিত্তিক উন্নয়ন**
- **স্কুল ভিত্তিক জোনিং**
- **জল ভিত্তিক বিনোদন কেন্দ্র**
- **নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্তের সাশ্রয়ী আবাসনের জন্যে সম্ভাব্য লোকেশন/স্থান চিহ্নিতকরণ**
- **প্লাবন ভূমি ব্যবস্থাপনাঃ**
- **জনঘনত্ব বিন্যাস পরিকল্পনা**

বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০২২-২০৩৫) এর প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ:

প্রথম পাঁচ বছরে কোন কোন প্রকল্প কোন কোন সংস্থার সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করা হবে তার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছেঃ

- রাজউক, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে ৬২৭টি বিদ্যালয় নির্মাণ/সংস্কার বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে ২৮৭ টি হাসপাতাল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- রাজউক, স্থানীয় সরকার এর সাথে সমন্বয়ে নগর জীবনরেখার আওতায় ২৩টি খালের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- রাজউক, স্থানীয় সরকারের ৫টি আঞ্চলিক পার্ক, ২০টি জলকেন্দ্রিক পার্ক, ৩টি ইকো পার্ক এবং ৪টি অন্যান্য পার্ক এবং খেলার মাঠ নির্মাণ করবে।
- রাজউক এবং স্থানীয় সরকার এর সাথে সমন্বয় করে শুধুমাত্র নিম্নবিত্তের জন্য সাশ্রয়ী আবাসন ব্যবস্থায় ১০টি এলাকা নির্মাণ করবে।
- রাজউক, স্থানীয় সরকার, ডিটিসিএ এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে ঢাকা- ময়মনসিংহ রোডের সমান্তরালে ২টি প্রধান সড়ক এবং ২টি রিং রোড, রিং রোডের সাথে সংযুক্ত রেডিয়াল রোড এবং বৃত্তকার নৌপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া ঢাকা নগরীকে পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে পুরান ঢাকার নাগরিক সমস্যা সমাধানে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতোমধ্যে নগর পুনঃউন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য পুরান ঢাকার ইসলামবাগ, চকবাজার, মৌলভীবাজার, বংশাল, হাজারীবাগ, কামরাঙ্গীরচর ও লালবাগে ৭টি সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে হাজারীবাগ ট্যানারি এলাকা হতে ট্যানারি শিল্প সাভার স্থানান্তর করে প্রায় ৩০০ (তিনশত) বিঘা জমির উপর পরিকল্পিত শহর গড়ে তুলতে কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সূর্যের আলো, নির্মল বায়ু, বিশুদ্ধ পানির গুণগতমান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সবুজায়ন এসকল মান বজায় রেখে আবাসন তৈরির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সরকার তথা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শক্রমে অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থার এবং কর্তৃপক্ষের গৃহীত পরিকল্পনা ও রাজধানী শহরের জন্য গৃহীত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (DAP) I UN Habitat এর গাইডলাইন অনুসারে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সফল হলে এসডিজি গোল-১১ ও ১২ অর্জনের মাধ্যমে নগরবাসীকে দুর্যোগ সহনীয় ও পরিবেশবান্ধব একটি মানবিক শহর উপহার দেওয়া সম্ভব হবে।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক ।

লেখক: চেয়ারম্যান (সচিব), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'বিশ্ব বসতি দিবস' পালনের ধারাবাহিকতায় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দিবসটি পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Resilient urban economies cities as drivers of growth and recovery' অর্থাৎ 'স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি' কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ের জন্য যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন; যাতে দেশের সকল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং একই সঙ্গে নগর ও গ্রামাঞ্চলের সুষম উন্নয়ন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার নগরগুলোকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর। আমাদের সরকারের গৃহীত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন: মেট্রোরেল প্রকল্প, পদ্মাসেতু প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, বিভিন্ন উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প এবং আশ্রয়ণ প্রকল্প নগরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখবে।

শহরগুলো হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের কেন্দ্রবিন্দু। নগরায়ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফল নয় বরং এর প্রকৃত চালিকাশক্তি। শহরগুলির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের জন্য স্থিতিশীল নগর অর্থনীতি অপরিহার্য। নগরের অর্থনীতি স্থিতিশীল না হলে কী ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে কোভিড-১৯ এর সময় লক্ষ্য করা গেছে। কোভিড-১৯ বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে মন্থর করে দিলেও আমাদের সরকার এ অতিমারি মোকাবিলায় অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছে, যা আজ বিশ্বে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদের আলোকে নগর ও গ্রাম অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আমাদের সরকার নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের গৃহহীন-ভূমিহীনদের 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' এর মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেশে আর কোন গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষ থাকবে না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা ৮ শতাংশ হতে ২৮ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা শীঘ্রই ৪০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। এ সকল যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে স্থিতিশীল ও উন্নত অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে দেশের আপামর জন সাধারণের সার্বিক সহযোগিতা পাবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ লক্ষ্যে আমরা ভিশন ২০৪১ ঘোষণা করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। বাস্তবায়িত হবে জাতির পিতার আজীবন স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ'।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব বসতি দিবস' ২০২৩ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে টেকসই শহর ও জনপদ গড়ে তোলা জরুরি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর অভিষ্ট ১১-তে বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার টেকসই শহর ও জনপদ গড়ে তোলার জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন, মৌলিক সেবায় পর্যাপ্ত প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নিম্নবিত্তদের আবাসন নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Resilient Urban Economies. Cities as Drivers of Growth and Recovery' অর্থাৎ 'স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থান, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, যানবাহন প্রভৃতি নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পিত নগরায়ইণ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অন্যতম নিয়ামক। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোর জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান (ড্যাপ ২০২২-৩৫) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, বাসযোগ্য, পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষম পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে। আমি আশা করি, আগামী দিনের নগর হবে দুর্যোগ সহনশীল এবং ভবন নির্মাণবিধি সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে আবাসন হবে নিরাপদ।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

সভাপতি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
প্রেসিডিয়াম সদস্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

বাণী

বিশ্বের অনান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব বসতি দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Resilient Urban Economies. Cities as drivers of growth and recovery" যার বাংলা রূপ "স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি"। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি যুগোপযোগী এবং যথাযথ বলে আমি মনে করি।

নগরই হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। প্রাচীন কাল থেকেই নগরগুলো অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। আধুনিক নগরায়ণে অসংখ্য সমস্যা পরিলক্ষিত হলেও ভৌত অবকাঠামো, বাণিজ্যসেবা সমূহের সহজপ্রাপ্যতা, বহুমুখী দক্ষ জনশক্তির কারণেই মূলত নগরকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নগরায়ণ ও উন্নয়ন অত্যন্ত ইতিবাচক ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের অভিযাত্রায় আগামী দিনগুলোতে নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে যাবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সময়কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকার বহুমাত্রিক পরিকল্পনা-কর্মকৌশল গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরে এখন "স্মার্ট বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে বর্তমান সরকার, যেখানে নাগরিকেরা যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং যার মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি পরিচালন করবে। যার ফলে ভবিষ্যৎ স্মার্ট সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

বর্তমান সরকারের অন্যতম এজেন্ডা "আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ"। এ লক্ষ্যে সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা ও নিরাপদ আবাস গড়ে তোলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অন্যতম দর্শন। রূপকল্প-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর সফল বাস্তবায়ন, সর্বোপরি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই।

বিশ্ব বসতি দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের মতো এবারো সাড়ম্বরে বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, "Resilient Urban Economies. Cities as Drivers of Growth and Recovery". বাংলায় এর ভাবানুবাদ করা হয়েছে, "স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি"। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ও সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি সেদেশের নগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। সাম্প্রতিক করোনা মহামারির কারনে সারা বিশ্বে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি শহর ও নগরসমূহ মাসের পর মাস লকডাউনে স্থবির হয়ে থাকে। এতে পৃথিবীর উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত সকল দেশ অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সংকট উত্তরণে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে দেশের করোনা মহামারী নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে শুরু হয় নতুন তৎপরতা।

করোনা মহামারীর অভিঘাত কাটিয়ে উঠতেন না উঠতেই শুরু হয় ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। যুদ্ধের কারণে পাল্টাপাল্টি স্যাংশন আরোপের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখা দেয় জ্বালানি সংকট, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও নিম্নমুখী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। অনেক দেশই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটে পতিত হয়। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে আবাসন শিল্পে নতুন চ্যালেঞ্জ আবির্ভুত হয়। নতুন করে অনেক দেশে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেয়। এই সংকট উত্তরণে গ্রহণ করা হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ ও এর ব্যতিক্রম নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার যথেষ্ট সফলতার সাথে এ সংকট মোকাবিলা করছে। বিশ্ব অর্থনীতির সংকটময় এ পরিস্থিতিতেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.১ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। যোগাযোগ অবকাঠামো, জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ উন্নয়নের মৌলিক সূচকসমূহ যথেষ্ট সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মত বৃহৎ বাজেটের মেগা প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। দেশের আবাসন খাতে কাঙ্খিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৮ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ভূমি বরাদ্দ ও গৃহনির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। কক্সবাজারের খুরুশকুলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আশ্রয় কেন্দ্র। নিজ দেশে নির্যাতিত ও গণহত্যার স্বীকার ১০ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বহুসংখ্যক বহুতল ভবন। বিপুল সংখ্যক প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণের মাধ্যমে নাগরিকদের আবাসন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। রাজধানীর মিরপুরে বস্তিবাসীদের জন্য ৫৩৩ টি ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো প্রায় ২৫ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চলমান উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করবে, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতি হবে দেশের এই আর্থিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এই কর্মসূচি সফল করতে যাদের অক্লান্ত শ্রম, তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বিশ্ব বসতি দিবস আজ

নগরায়ণের সবচেয়ে বড় চাপ ঢাকায়

P-1/15, Ittefaq, 2 Oct. 2023

■ [illegible]

দেশে নগরে মানুষের বসবাস বাড়ছে। এর মধ্যে রাজধানীতে মানুষের বসবাসের চাপ বাড়ছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সে অনুযায়ী বাড়ছে না সুযোগ-সুবিধা। রাজধানীতে ক্রমেই মানুষের চাপ বাড়ার কারণে বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে ঢাকা। সবুজ ও জলাভূমির পরিমাণ কমে আসা, বায়ুদূষণ, যানজট ও আবাসনের স্বল্পতার কারণে এটি ক্রমেই বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর নগরের জন্য আয়তন অনুযায়ী জনসংখ্যা সীমিত রাখা, গাছপালা ও জলাভূমি রক্ষা করা, বায়ু-মাটিদূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সবচেয়ে বেশি জরুরি। এসবগুলোর ক্ষেত্রে ঢাকার অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে।

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১ দশমিক ৫১ শতাংশ মানুষ নগরে বাস করে। ২০৫০ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ নগরবাসী হবে। ১৯৭৪ সালে নগরে বাস করা মানুষের হার ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯ শতাংশ। নগরায়ণের সবচেয়ে বড় চাপ ঢাকার ওপরে। ঢাকা এখন জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের নবম বৃহত্তম নগর। জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকার অবস্থান হবে তৃতীয়। নগরায়ণ পরিকল্পনায় কেবল ঢাকাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। ঢাকার বাইরে জেলা ও উপজেলা শহর এবং পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

নগরায়ণের সবচেয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

P-1/15, Ittefaq, 2 Oct. 2023

বাজারকেন্দ্রিক মফস্‌সল শহর রয়েছে। নগরে বসবাসের সুযোগ তৈরি, অর্থায়ন, নগর দারিদ্র্য, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মানুষের কর্মসংস্থান—এসব বিষয় নগরায়ণের শর্ত। এসব দিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। ঢাকা শহরের বয়স ৪০০ বছর, আবার সাম্প্রতিক কিছু পর্যবেক্ষণে তা প্রায় ১ হাজার বছর। দেশের মধ্যাঞ্চলে অবস্থান আর চারপাশে নদনদী থাকায় ঢাকা ছিল স্বাস্থ্যকর এলাকা। কিন্তু এখন তা কল্পচিত্র মাত্র। গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৮৯ সালেও ঢাকা শহরের ১৭ শতাংশ এলাকা সবুজ গাছপালায় ঘেরা ছিল, কিন্তু ২০২০ সালে অর্থাৎ মাত্র ৩০ বছরে তা মাত্র ২ শতাংশে নেমে এসেছে। মূলত ২০০৯ সাল থেকে ঢাকার সবুজ ও জলাভূমি এলাকা সবচেয়ে দ্রুত হারে কমেছে। জনসংখ্যার ব্যাপক চাপ ও শহর ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা ও সঠিক বাস্তবায়নের অভাবে এ শহরের সামগ্রিক পরিবেশের দ্রুত অবনতি হচ্ছে।

এদিকে কাল সোমবার দেশে পালিত হবে বিশ্ব দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগর সমূহই চালিকা শক্তি'। বাসযোগ্য ও নিরাপদ আবাসস্থলের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ 'বিশ্ব বসতি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরে ১৯৮৬ সাল থেকে সারা বিশ্বে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সোমবার সকাল ১০টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব বসতি দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শরীফ আহমেদ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। সভাপতিত্ব করবেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন।

সিলেটের পর্যটনশিল্প

পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হাতছাড়া বিপুল সম্ভাবনা

■ হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

P-16/15, Ittefaq, 02 Oct. 2023

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য ভূমি সিলেট। এখানে সৌন্দর্যের ডানা মেলে আছে প্রকৃতি। শীত-বর্ষা-হেমন্ত সব মৌসুমেই পর্যটকদের আনাগোনা সিলেটে। প্রতিদিন ৮-১০ হাজার লোক সমাগম ঘটে নগরীসহ প্রত্যন্ত হাওর, পাহাড়, টিলা, চা-বাগান ঘিরে তৈরি হোটেল-মোটেলে। কিন্তু যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এখানে পর্যটনকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য সেভাবে গড়ে উঠছে না। সঠিক উদ্যোগ নিলে বছরে এখানে হাজার কোটি টাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ রয়েছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

একদিকে গত তিন দিনের সরকারি ছুটি উপভোগ করতে সিলেটে নানা বয়সের ৫০ হাজারের বেশি পর্যটক সমাগম ঘটেছিল সিলেটে। তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না নগরীর হোটেল, মোটেল ও গেস্ট হাউজগুলোতে। হোটেলে সিট না পাওয়ায় অনেকেই আসতে পারেননি। আর যারা আগে থেকে হোটেল

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে

১৬ পৃষ্ঠার পর

P-15/16, Ittefaq 2 Oct. 2023

বুকিং না করে এসেছিলেন তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। নিরুপায় হয়ে অনেকেই হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার প্রাঙ্গণে রাত কাটান গত শুক্রবার।

কক্সবাজারের পরেই সিলেট: 'কক্সবাজারের পরেই সিলেটে পর্যটক সমাগম বেশি ঘটে,' এমন মন্তব্য করে সিলেট হোটেল অ্যান্ড গেস্ট হাউজ ওনার্স গ্রুপের সভাপতি এ টি এম সোয়েব আহমদ গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, পাহাড়, টিলা, ঝরনা, চা-বাগান, হাওর-নদী, ঘন বন প্রকৃতির অপার দান সিলেট। মেঘালয় পাহাড় ও চেরাপুঞ্জির পাদদেশের এই জনপদে সঠিক উদ্যোগ নিলে পর্যটনকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যে জমজমাট হয়ে উঠবে। ব্যাপক কর্মসংস্থান ঘটবে।' অন্যদিকে 'সীমান্তের অপারে ভারতের 'সেভেন সিস্টার'-এ বাংলাদেশি পণ্যের ব্যাপক চাহিদা। তাছাড়া তামাবিল, ভোলাগঞ্জ, সুতারকান্দি, জকিগঞ্জ, বড়ছড়া, বাগলি, চারাগাও, চেলা, ইছামতি, জুড়ি, চাতলপুর, বাল্লা ১৩টি স্থল শুল্ক স্টেশন রয়েছে। কয়েকটির সঙ্গে ইমিগ্রেশন সেন্টারও রয়েছে। সিলেটে আন্তর্জাতিক ওসমানী বিমানবন্দর থেকে ভারতের শিলং তামাবিল হয়ে দুই-আড়াই ঘণ্টার পথ। অনেকেই মনে করেন, সিলেটের পর্যটনকে সমৃদ্ধ করলে নানা ব্যবসার দুয়ার খুলবে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল কত দূর: পর্যটকমুখর সিলেটকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কয়েক বছর আগে অর্থনৈতিক অঞ্চল করার আগ্রহ দেখায়। জাফলং এলাকায় পরিকল্পিত পর্যটনশিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেজার চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে চার সদস্যদের প্রতিনিধিদল এলাকা পরিদর্শন করে। সূত্র মতে, পুরো এলাকার অবকাঠামোকে পরিকল্পনার আওতায় ঢেলে সাজানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়। কিন্তু সেই উদ্যোগে এখন ভাটা পড়েছে। স্থানীয়রা বলেছেন, পুরো এলাকাকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় নিয়ে এলে দেশি-বিদেশি পর্যটকের দৃষ্টি ভিড় লেগে যাবে। সীমানার ওপারের মেঘালয়ের ডাউকী শহরে সুন্দর বাড়িঘর, পাহাড় দেখার জন্য উঁচু টাওয়ার, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন মোটেল তৈরির সযোগ রয়েছে।

সিলেটের পর্যটন খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি রাস্তার আওতায় অন্তত ২৪টি পর্যটন স্পটকে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। তবে এই উদ্যোগ কবে বাস্তবায়িত হবে তা বলা যাচ্ছে না। সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বর্তমানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে কাজ করছেন। এতে পর্যটকদের সময়, ভোগান্তি ও ব্যয় কমে আসবে। স্থানীয় আর্থসামাজিক অবস্থায়ও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এজন্য প্রায় ৩০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্ত করতে হবে।

P-13, Ittefaq, 30 Sept. 2023

ফ্রিল্যান্সারদের রেমিট্যান্স থেকে দিতে হবে ১০ শতাংশ কর

■ অর্থনীতি রিপোর্ট

জাতীয় রাজস্ব আহরণের স্বার্থে ফ্রিল্যান্সারদের রেমিট্যান্স থেকে দিতে হবে
শতাংশ কর। আয়কর আইন, ২০২৩-এর ১২৪ ধারা অনুযায়ী সেবা, রে
সোর্সিং বাবদ পাওয়া রেমিট্যান্সের ওপর উৎসে কর আদায় করতে বৈদে
লেনদেনে নিয়োজিত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয়

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ হতে এ নি
দেওয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব আহরণের স্বার্থে নির্দেশনাটি যথাযথভাবে
প্রতিপালন করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ নির্দেশনা চেয়ে গত
সেপ্টেম্বর কর কমিশনারের কার্যালয় থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এতে
বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ করার আগে জমার
অর্থের ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর কেটে নেওয়ার বিধান করা হয়েছে।
বাবদ কেটে নেওয়া অর্থ ব্যাংক ঢাকার কর অঞ্চল-১১-এর অনুকূলে নিয়
অনুযায়ী জমা দেবে।